গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
জয়পুরহাট।

চুক্তি নং..... তারিখঃ.....

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের আওতায় বোরো সিদ্ধ চাল ক্রয়ের চুক্তিপত্র, ২০২৪ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জয়পুরহাট প্রথমপক্ষ

এবং

মেসার্স ..... গ্রামঃ- ..... পোঃ-.....

উপজেলাঃ-....., জেলাঃ- জয়পুরহাট ফুড গ্রেইন লাইসেন্স নং .....,

মিলিং লাইসেন্স নং ..... প্রোপ্রাইটর: .....দ্বিতীয়পক্ষ,

এর মধ্যে ১৪৩১ সনের ...../২০২৪ খ্রিস্টাব্দের..... **মাসের** ..... তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের মিলের অনুকূলে ..... মেঃ টন চাল বিভাজন করেছেন; এবং

যেহেতু, দ্বিতীয়পক্ষ বিভাজিত চাল সরকারি গুদামে সরবরাহের আবেদন করেছেন এবং বরাদ্দ চালের সংগ্রহ মূল্যের ২% হিসেবে ..... **(**.....**)** টাকা এবং চাল বস্তাবন্দীর জন্য প্রতি পিস (৩০ কেজি ধারণক্ষম খালিবস্তা) ৫৫/- (পঞ্চান্ন) টাকা হিসেবে ..... টি খালি বস্তার ১০০% সরকারি মূল্য ..... **(**.....**)** টাকার নিম্নবর্ণিত দু'টি পৃথক পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে জামানত দাখিল করেছেন:

ক। চালের জামানত: পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং ....., তারিখ: .....
টাকা: ..... (.....) ইস্যুকারী ব্যাংক: .....,
..... শাখা, ...;

খ। বস্তার জামানত : পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং ....., তারিখ: .....
টাকা: ..... (.....) ইস্যুকারী ব্যাংক: .....,
..... শাখা, ...;

সেহেতু, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উভয়পক্ষের পূর্ণ সম্মতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো:

শর্তাবলী:

১| **প্রযোজ্যতাঃ** অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং খাদ্য অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য আদেশগুলো চুক্তির শর্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং চুক্তির শর্তাবলি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী/ উত্তরসুরীগণের উপর প্রযোজ্য হবে।

২| **চালের পরিমাণঃ** প্রথম পক্ষ চলতি বোরো সংগ্রহ/২০২৪ মৌসুমে দ্বিতীয়পক্ষকে বোরো সিদ্ধ চাল প্রতি মেঃ টন ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা) দরে ..... মেঃ টন চাল ..... এলএসডিতে সরবরাহের জন্য বরাদ্দ করলেন। দ্বিতীয়পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তির চাল পরিশোধ করলে এবং পুন:বরাদ্দ প্রদান করা হলে একই চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত চাল সরবরাহ করতে পারবেন। পুন:বরাদ্দের চালের জন্য পূর্বের জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত জামানত প্রদান/গ্রহণ করতে হবে।

৩| **বস্তা সরবরাহ:** খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.১০০.৩২.০১২.১৬.৩২৮ নং স্মারক মূলে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে চলতি বোরো সংগ্রহ-২০২৪ মৌসুমে সংগৃহীত বস্তায় স্টেনসীল প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা--২

(ক) কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম বোরো সিদ্ধ চাল, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করতে হবে;

(খ) স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাণ হবে ১৬ ইঞ্চি X ১৪ ইঞ্চি। স্টেনসিলের লিখার মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার হবে ১.২৫-১.৫০ ইঞ্চি;

(গ) কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপার কাঠের ফ্রেমে সংযুক্ত করে ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম তৈরি করতে হবে। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর রং ঢেলে রাবার যুক্ত কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করতে হবে;

(ঘ) স্টেনসিল ছাপ প্রদানের জন্য অমোচনীয় সবুজ রং/কালি ব্যবহার করতে হবে। ০৫ লিটার পানির সাথে ০২ চা চামচ (প্রায় ৩০ গ্রাম) সবুজ পাউডার রং ও ১৫০ মি.লি. সাদা গাম (Acrylic polymer) মিশিয়ে অমোচনীয় সবুজ রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা যেতে পারে। সবুজ রং ব্যতীত অন্য কোন রং/কালি ব্যবহার করা যাবে না;

(ঙ) খাদ্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত বস্তার অপরপিঠে ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ প্রদান করতে হবে। বস্তার উপর স্টেনসিল ফ্রেমটি রেখে স্ক্রিনপ্রিন্টের উপর সবুজ রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবারযুক্ত কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করতে হবে;

(চ) চুক্তিবদ্ধ মিলার নিজ খরচে তার মিলের জন্য ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করবেন এবং এলএসডি হতে সরবরাহকৃত খালি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ প্রদান করবেন;

(ছ) চুক্তিবদ্ধ মিলারকে গুদাম হতে খালি বস্তা সরবরাহের সময় ক্রয়কারী কর্মকর্তা বস্তা উৎপাদকারী জুট মিলের নাম খামাল কার্ড ও রেজিষ্টারে লিখে রাখবেন এবং মিলারের নিকট হতে চাল জমা নেয়ার সময় বস্তার গায়ে জুট মিলের নাম ক্রসচেক করে গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় চাল জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

(জ) কোন ক্রয়কেন্দ্রের উপজেলায়/নিকটবর্তী এলাকায় বস্তা প্রিন্ট করার সুবিধা থাকলে, চুক্তিবদ্ধ মিলার ইচ্ছে করলে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে বস্তায় স্ক্রিনপ্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল প্রিন্ট করে নিতে পারবেন;

(ঝ) নিম্নোক্ত নমুনা মোতাবেক চাল সংগ্রহের ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করতে হবে;

(ঞ) ডিজিটাল স্টেনসিল ব্যতীত বস্তায় চাল সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ খাদ্য অধিদপ্তর নীট ওজন-৩০ কেজি (বস্তা উৎপাদন মাস ও সন বস্তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম)	মেসার্স ..... অটো রাইস মিল ....., জয়পুরহাট। বোরো/২০২৪ সংগ্রহ সিদ্ধ চাল ..... এলএসডি, জয়পুরহাট। উৎপাদন: .....
বস্তার অপর পার্শ্বে উপরিভাগে	বস্তার অপর পার্শ্বের উপরিভাগের নীচে মধ্যভাগে

উদাহরণস্বরুপঃ নিম্নোক্তভাবে স্টেনসীলটি প্রদান করতে হবে।

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ খাদ্য অধিদপ্তর নীট ওজন-৩০ কেজি (বস্তা উৎপাদন মাস ও সন বস্তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম)	মেসার্স বারী অটো রাইস মিল দাদড়া, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট। বোরো/২০২৪ সংগ্রহ সিদ্ধ চাল জয়পুরহাট সদর এলএসডি, জয়পুরহাট। উৎপাদন: .....

৪| **চাল প্রক্রিয়াকরণ:** দ্বিতীয়পক্ষ বাজার থেকে এ মৌসুমে উৎপাদিত ধান ক্রয় করে তার মিলে সিদ্ধ চালের ক্ষেত্রে পারবয়েলিং, সোকিং ও চাতাল/ড্রায়ারে শুকিয়ে ছাঁটাই করে বিনির্দেশ সম্মত চাল প্রস্তুত করবেন এবং প্রতি বস্তায় ..... কেজি নীট হিসেবে চাল বস্তাবন্দী করবেন। চাল ভর্তি বস্তার মুখ মেশিন সেলাই হতে হবে।

৫| **মিল পরিদর্শন:** খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শকসহ যে কোন কর্মকর্তা চুক্তিবদ্ধ মিল প্রাঙ্গণে ধান থেকে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতে পারবেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০০.০০০.০৪৩.২২.০১১.২০১৭-৩১ নং স্মারক মোতাবেক বরাদ্দ প্রাপ্ত চালকল সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতঃ সংশ্লিষ্ট মিলে বিনির্দেশ সম্মত চাল উৎপাদিত হচ্ছে কি না তা যাচাই পূর্বক সঠিক এবং বিনির্দেশ সম্মত পাওয়া গেলে ''প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত প্রতীয়মান হয়'' মর্মে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক/উপখাদ্য পরিদর্শক প্রত্যয়ন পত্র জারী করবেন। মিলার কর্তৃক এই প্রত্যয়ন পত্র এবং প্রতিনিধি মুলক নমুনাসহ সংগ্রহতব্য চাল সংযুক্ত সিএসডি/এলএসডি/খাদ্যগুদামে (ডিপোতে) পৌঁছাতে হবে। প্রত্যয়ন পত্র ও নমুনা ছাড়া কোন চাল সিএসডি/এলএসডি/খাদ্যগুদামে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬| **চালের বিনির্দেশ:** খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.১৬৯.১৯.১১০ তারিখঃ ২৮/১১/২০১৯ খ্রিঃ মুলে জারিকৃত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর পৃষ্ঠা ১১ তে পরিশিষ্ট-ক এ সিদ্ধ চালের বিনির্দেশ থ্রি-ডি (বিনষ্ট, বিবর্ণ ও মরা) এর আলোকে যথাযথ বিনির্দেশ সম্মত চাল সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট চালকল মালিককে কালার সর্টার প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলতি বোরো সংগ্রহ/২০২৪ মৌসুমে চুক্তিকৃত চাল সরবরাহ করতে হবে।

বিনির্দেশঃ--

ক্রঃ নং	পণ্য / প্যারামিটার	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)	ক্রঃ নং	পণ্য / প্যারামিটার	সিদ্ধ চাল (সর্বোচ্চ)
১.	আর্দ্রতা	১৪%	৭.	ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	৮%
২.	বড় ভাংগা দানা	৬%	৮.	বিজাতীয় পদার্থ	০.৩%
৩.	ছোট ভাংগা দানা	২%	৯.	ধান প্রতি কেজিতে	১ টি
৪.	বিনষ্ট দানা	০.৫%	১০.	অর্ধসিদ্ধ দানা	১%
৫.	মরা দানা	০.৫%	১১.	খড়িময় দানা	-
৬.	বিবর্ণ দানা	০.৫%	১২.	ছাঁটাই	উত্তম

চালের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ স্বাভাবিক হতে হবে। কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ মৌসুমের ধান থেকে উৎপাদিত চাল সংগ্রহযোগ্য হবে।

(১) **সিদ্ধ চাল**: ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের স্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(২) **আতপ চাল**: ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(৩) **আর্দ্রতা**: প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(৪) **আস্ত দানা**: যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব।

(৫) **বড় ভাঙ্গা দানা**: যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/২ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ৩/৪ অংশের নিম্নে।

(৬) **ছোট ভাঙ্গা দানা**:যে সকল ভাঙ্গা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যের ১/৪ অংশ বা তদূর্ধ্ব, কিন্তু ১/২ অংশের নিম্নে।

(৭) **বিনষ্ট দানা**: যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোন উপায়ে দৃশ্যত: বিনষ্ট।

(৮) **মরা দানা**: যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানা কালো বর্ণের।

(৯) **বিবর্ণ দানা**: যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

(১০) **ভিন্ন জাতের মিশ্রণ**: যে সকল জাতের আস্ত বা ভাঙ্গা দানা সংগ্রহযোগ্য চাল বা ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাম করণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চাল বা ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট থেকে দৃশ্যত: ভিন্ন।

(১১) **বিজাতীয় পদার্থ**: চাল ও ধান ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(১২) **অর্ধসিদ্ধ দানা**: কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান।

(১৩) **খড়িময় দানা**: যে সকল আস্ত বা ভাঙ্গা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।

(১৪) **উত্তম ছাঁটাই**: ধান হতে তুষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত করে বিনির্দেশ মানের চাল তৈরীর প্রক্রিয়া, ঐ চালে অনধিক ৫% দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশবিশেষ থাকতে পারে।

চলমান পাতা--৪

৭। **চাল সরবরাহ ও গ্রহণ:** দ্বিতীয়পক্ষ আগামী ..... তারিখের মধ্যে নিজ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত চাল সংযুক্ত ক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ করবেন। কিস্তিতেও চাল সরবরাহ করা যাবে। তবে শেষ কিস্তি ব্যতীত কোন কিস্তি ৫ (পাঁচ) মে: টনের কম হবে না। চালের গুনগতমান যাচাইয়ে বিনির্দেশ সম্মত হলে প্রথমপক্ষের গুদামে গৃহীত হবে। আনীত চাল বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে দ্বিতীয়পক্ষ ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবেন। মেশিন সেলাই ব্যতীত ও মিলের স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদশস্য ভর্তি কোন বস্তা গ্রহণ করা যাবে না।

৮। **বোরো সংগ্রহ/২০২৪:** বোরো সংগ্রহ/২০২৪ মৌসুমে উৎপাদিত ধান থেকে চাল তৈরি করে গুদামে সরবরাহ করতে হবে।

৯। **মুল্য পরিশোধ:** একাউন্ট পেয়ি ডব্লিউকিউএসসি'র মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে। ক্রয়কারী ও গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনীত চাল বিনির্দেশ মানের আছে নিশ্চিত হয়ে গুদামজাত ও হিসাবভুক্ত করবেন এবং ডব্লিউকিউএসসি ইস্যু করবেন। ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি ডব্লিউকিউএসসি'তে লাল কালি দিয়ে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। ডব্লিউকিউএসসি একাউন্ট পেয়ি হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কর্মদিবস উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয়পক্ষ পেয়িং ব্যাংক থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নগদায়ন করতে পারবেন।

১০। **চুক্তি বাতিল:** যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে আনীত চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। **সময়সীমা বর্ধিতকরণ:** বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যৌক্তিক কারণে দ্বিতীয়পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং সংগ্রহকেন্দ্রে খালি জায়গার অভাবে চাল গ্রহণ করতে না পারলে প্রথমপক্ষ যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন সে কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন। তবে, বর্ধিত সময়সীমা সংগ্রহ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১২। **জামানত অবমুক্তি:** চুক্তিকৃত চাল সরবরাহ সম্পন্ন হলে পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে এবং কোন অর্থ পাওনা থাকলে কর্তন করে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের জামানত/অবশিষ্ট জামানত ফেরৎ দিবেন।

১৩। **জামানত বাজেয়াপ্ত:** বাজারে চালের দাম যাই থাকুক না কেন দ্বিতীয়পক্ষ প্রথমপক্ষকে চুক্তিকৃত চাল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকবেন। ব্যর্থতায়, জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন মিলার চুক্তি করে চাল দিতে ব্যর্থ হলে জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত মিলকে পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ সংগ্রহ মৌসুমের জন্য চাল সংগ্রহের চুক্তি থেকে বারিত করা যাবে। প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪। **মতানৈক্য নিরসন:** সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী প্রয়োগে বা ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা দিলে উভয়পক্ষ বিষয়টি মিমাংসার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নিকট উপস্থাপন করতে পারবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দিবেন, যা উভয়পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন।

১৫। **সালিশী ব্যবস্থাপনা:** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতানৈক্য নিরসন সম্ভব না হলে দু'পক্ষ ২০০১ সনের আরবিট্রেশন আইন অনুযায়ী প্রতিকার লাভের সুযোগ পাবেন।

১৬। **চুক্তির মেয়াদকাল:** এ চুক্তির মেয়াদ ..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ সময়কালের মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ নির্ধারিত চাল সরবরাহ ও হিসাব চুড়ান্ত করবেন।

এ চুক্তির সকল বিষয় সম্পূর্ণভাবে বুঝে এবং স্বজ্ঞানে প্রথমপক্ষ এবং দ্বিতীয়পক্ষ এ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

মিলের নাম: মেসার্স	**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে**
স্বাক্ষরকারীর নাম:	স্বাক্ষরকারীর নাম: .....
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
(দ্বিতীয় পক্ষ)	(প্রথম পক্ষ)
সাক্ষী: ১। নাম:	সাক্ষী: ১। নাম: .....
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
সাক্ষী: ২। নাম:	সাক্ষী: ২। নাম: .....
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর: